International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-V, September 2021, Page No. 33-39
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i5.2021.33-39

নতুন ধর্মের সন্ধানে আম্বেদকর : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

চৈতালী সাহা
এম. ফিল. গবেষিকা, দর্শন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract:
Ambedkar wanted to find a parallel path in his social reform movement, which will administrate the individual and Society. Because he did not want hypocrisy in the name of religion. He felt the bitterness of racism in his life. So he searched for a new religion to solve this problem. Eventually he found a way to solve all these problems in Buddhism. Gautama Buddha and Ambedkar both the philosopher of two different Eras put much emphasis to construct some procedures by which human being can be completely released from religious struggles. He dreamed of a society without class and caste, where people would have equality, and in which religion would play a very important role. And this religion will be associated with morality. Equality or equal rights will be established in the society only when the society is conducted by ethical rules and regulations. We may say he has established the ethical standpoint of Gautama Buddha regarding humanism and moralism through his constitutional rules and regulations. This paper mainly focus on this discussion regarding is to explain the validity of the controversial new religion that Ambedkar explored in the context of the equal rights of the backward and downtrodden.

Key words : ***Logicality, Dhamma, Dharma, Morality, Equal Right, Liaison.***

"আমি এমন ধর্মকে মানি যে স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভাতৃত্ববোধ শেখায়।"

- বি. আর. আম্বেদকর

সূচনা: ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ১৮৯১ সালের ১৪ ই এপ্রিল মোহ অঞ্চলে বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের এক গরিব মহর[১] পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারতের শিক্ষা অর্জনে তিনিই প্রথম **'দলিত ব্যক্তি'** হিসেবে স্বীকৃত পান। তিনি হলেন ভারতের সংবিধানের খসড়া কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি এবং ভারতের সংবিধানের রচয়িতা। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও দলিত আন্দোলনের অন্যতম এক পুরোধাও ছিলেন। ২০১২ সালে হিস্ট্রি টি.ভি-১৮ আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতীয়দের ভোটের দ্বারা তিনি **"শ্রেষ্ঠ ভারতীয়"** নির্বাচিত হন।

জন্মসূত্রে ঘৃণা আর লাঞ্ছনা ছিল তার স্বাভাবিক সামাজিক প্রাপ্য। নিচুবর্ণে জন্মগ্রহণের কারণই যেন তাকে ভবিষ্যতে সংগ্রাম করার জন্য গড়ে তুলেছিল। তিনি হয়ে ওঠেন তার জন্মসঙ্গী দলিত মানুষের উত্তরণের দিশারী। ন্যায়হীন বর্ণভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই ছিল তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য। হিন্দু ধর্মে

বর্ণভেদের বিপরীতে সংগ্রামের জন্য তিনি সারা জীবন এক বিকল্প ধর্মমতের সন্ধান করে গিয়েছিলেন। এবং অবশেষে বৌদ্ধধর্মে সেই প্রত্যাশিতকে তিনি পান, যদিও বৌদ্ধ ধর্মের অনেকটাই তিনি যুগোপযোগী করে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

শূদ্র বর্ণ তথা অস্পৃশ্য জাতির উদ্ভব: আমরা দেখতে পাই, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র আজও চতুর্বেদকেই জীবনের আদর্শ পন্থা হিসেবে অনুসরণ করে চলেছে। এই হিন্দু ধর্মশাস্ত্র তথা বৈদিক শাস্ত্র যা আর্যদের দ্বারা বহুযুগ পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র নিজেদের প্রয়োজনে নিয়ম-শৃঙ্খলাকে বজায় রাখতে নির্মাণ করে চতুর্বেদকে। যদিও একশো শতাংশই কাজে লাগলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার অপব্যবহারও আমরা দেখতে পায়। ঠিক এই রকম এক অপব্যবহারই হল বর্ণবিভাজন প্রথা। ঋকবেদেই সর্বপ্রথম চতুর্বর্ণের[২] ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যদিও প্রাচীন ভারতের বর্ণ ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল গুণ ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে, আর এই কর্মের বিভাগ করা হয়েছিল ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুযায়ী। অর্থাৎ যেকোনো ব্যক্তিই তার নিজের গুণ অনুসারে তার ইচ্ছা মত যেকোনো কর্মই করতে সক্ষম ছিল এবং তার কর্ম অনুসারে তাকে সেই বর্ণের অন্তর্গত করা হত, কখনোই এই বর্ণের বিচার জন্ম বা বংশ অনুসারে করা হত না। কিন্তু এই কর্মভিত্তিক বিভাজনই পরবর্তীকালে এক জটিল ও বৈষম্যমূলক বংশ ভিত্তিক প্রথাই পরিণত হয় এবং সৃষ্টি করে জাতিভেদ প্রথা। চতুর্বর্ণ প্রথার কারণেই পরবর্তীকালে সামাজিক বৈষম্য ভেদে বঞ্চিত হতে থাকে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা। যদিও আম্বেদকরের সময় যাদের অস্পৃশ্য জাতি বলে গণ্য করা হত তারা অবশ্য এই বর্ণব্যবস্থার মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত ছিলনা, তারা ছিল অবর্ণ এক জাতি। একটা সময় এই অবর্ণ জাতির আত্মসম্মানে আঘাত ও অপমান সহ্য করাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের জীবন ধারণের আসল রীতি-নীতি। তাই আম্বেদকর বলেছেন-

"By their own code of conduct the Hindus behave as the most exclusive class steeped in their own prejudices and never sharing the aspirations of the untouchables with whom they have nothing to do and whose interests are opposed to theirs."[৩]

বিতর্কিত নতুন ধর্মের সন্ধান: হিন্দু ধর্মের বর্ণ ব্যবস্থাই ব্রাহ্মণ্যবাদী নিয়ম নীতির বেড়াজালে পড়ে অস্পৃশ্য জাতির জীবন যাপন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। একটা সময় তাদের স্পর্শ করা তো দূরের কথা তাদের ছায়া মাড়ান বা তাদের দেখলেও অন্য উঁচুজাতির জাত যাবে বলে মনে করা হত। এই সকল ভিত্তিহীন নিয়ম নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। কারণ তিনি তার সমাজ সংস্কার আন্দোলনে খুঁজতে চেয়েছিলেন এক সমান্তরাল ধর্মপথ। যা উঁচু শ্রেণীর প্রভুত্বের অবসান ঘটাবে এবং প্রকৃত ধর্মের পথে ব্যক্তি ও সমাজকে পরিচালনা করবে। এই ধর্মের পথ কোন অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কারের ও অযৌক্তিক নিয়মের ওপরে ভিত্তি করে নয় বরং রচিত হবে যৌক্তিক বিশ্লেষণী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে। যে ধর্মে মানুষের সাথে মানুষের কোন বিভেদ থাকবে না, থাকবেনা কোনো এক সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব অন্য নীচু সম্প্রদায়ের প্রতি। যে ধর্মে থাকবে সাম্য, মৈত্রী, মানবিকতা ও নৈতিকতা। যে ধর্ম মানুষকে দুঃখ দুর্দশা থেকে শুধু মুক্তিই নয় বরং শান্তিও দেবে।

যৌক্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মের বিচার: আম্বেদকর যাঁকে যৌক্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি বলে মনে করেছেন তিনি হলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি চারজন ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার কথা বলেন, যথা - **শ্রীকৃষ্ণ**, **যিশুখ্রিষ্ট**, **হজরত মহম্মদ** ও **গৌতম বুদ্ধ**।[৪] এই চারজনের ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তার মধ্যে তুলনা করেছেন এবং তাদের মধ্যে থেকে তিনি বুদ্ধদেবকে বেছে নিয়েছেন। কারণ তার মতে যৌক্তিক দিক থেকে গ্রহণীয়তার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবই ছিলেন সর্বোচ্চ স্থানে। তিনি বলেছেন আমরা দেখতে পাই, যিশু নিজেকে

'ঈশ্বর পুত্র' বলে দাবি করেন, মহম্মদ নিজেকে **'ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দূত'** বলেন, আর শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ঈশ্বরের মধ্যে **'শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর'** হিসেবে দাবি করেছেন। এইরূপ বললে সেখানে মানবিক যুক্তি, বুদ্ধি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রয়োগের কোনো পথই খোলা থাকে না। অন্যদিকে গৌতম বুদ্ধ নিজের পদমর্যাদা নিয়ে কোন অহংকার করেননি, এমনকি নিজের ওপর কোনো দেবত্ব আরোপও চাননি। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে নিজের সুসমাচারকে প্রচার করেন। তিনি উৎসাহ দিয়ে গেছেন যে, সর্বদা প্রশ্ন ও তর্কের মধ্যে দিয়ে তাঁর উপদেশবলীকে যাচাই করে নিতে। বুদ্ধদেব নিজেকে মার্গদাতা অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের পথের আবিষ্কার কর্তা বলেছেন ঠিকই কিন্তু অন্য ধর্মপ্রতিষ্ঠাতাদের মত নিজেকে মুক্তিদাতা বা স্বয়ং ঈশ্বর বলেননি। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রের উল্লেখ করে আম্বেদকর দেখান বুদ্ধদেব কিভাবে তার ধর্মকে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বলে দাবি করেছেন। অনুগামীদের তিনি সতর্ক করেছেন এই বলে যে - কেবল তার মুখ নিঃসৃত এই যুক্তিতেই যেন তারা তাঁর উপদেশগুলি মেনে না নেয়।[৫] অন্যান্য ধর্মগুলি যেহেতু ঈশ্বরের বাণীর ওপরে প্রতিষ্ঠিত কতগুলি অভ্রান্ত সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করে তাই সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে তা আস্থাহীনতা হয়ে পড়ে। তাই আম্বেদকর ধর্ম প্রসঙ্গে বলেছেন - মানুষ ও সমাজের পক্ষে 'ধর্ম' কতটা প্রয়োজনীয়? কি আদর্শের জন্য ধর্মের অস্তিত্ব রয়েছে? ধর্মের আদর্শ বিচারের জন্য কী মানদন্ড নেওয়া হবে? ধর্ম কি জীবনের নৈতিক ভিত্তিকে তুলে ধরতে পারবে এবং একইসাথে যুক্তিকে প্রয়োগ করতে পারবে? এই সকল উপাদান ও মানদণ্ডই হল ধর্মের ভিত্তি। বৌদ্ধধর্মে এগুলিকে পূরণ করতে দেখা যায়।

"ধর্ম যারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে তাহারা ক্রমশই ধর্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া থাকে। ইহারা ধর্মকে বিশেষ গণ্ডি আঁকিয়া একটি বিশেষ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করে।"

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক জগতের উর্দ্ধে বৌদ্ধ ধর্ম: তার মতে বুদ্ধের বোধিত্ব কোন স্বর্গীয় করুণা, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বা যোগাযোগ জাত নয়, বরং আমরা দেখলাম তা একটি যৌক্তিক অণুসৃতি। এই বোধিত্বকে চারটি পর্বে অর্জন করা যায় : যুক্তি ও অনুসন্ধান, ধ্যান, মানসিক সাম্য ও লক্ষ্য, লক্ষ্যের সাথে মানসিক সাম্যের সংযোগ। তিনি বৌদ্ধ ধম্মকে অন্যান্য সকল ধর্ম থেকে আলাদা করেছিলেন। কারণ অন্যান্য ধর্ম গুলি অলৌকিক জগত, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব, অভ্রান্ত সত্য যা দৈব কর্তৃত্বের মাধ্যমে প্রচারিত। কিন্তু বুদ্ধদেব এই সব কিছুরই বিরুদ্ধচারণ করেছিলেন। তিনি নিজেকে একজন মানুষ হিসাবে দাবি করেছিলেন, তাঁর বোধিত্ব যে কেবল মানবিক পদ্ধতিতেই প্রাপ্ত করা যায় তা ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বাণী প্রচারের জন্য কোন মনুষ্য কর্তৃপক্ষ তৈরি করেননি, নিজের ধর্মে নিজের কোন জায়গা চাননি বুদ্ধদেব এবং ভবিষ্যতে তাঁর ধর্ম প্রচারের জন্য কোন প্রধান শিষ্য তৈরি করেননি। বুদ্ধদেব বলেছিলেন- ধর্ম আপনা আপনিই পথ তৈরী করে নেয়। আম্বেদকর বলেন বুদ্ধদেব পরিব্রাজকদের কাছে তাঁর বাণী ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে - 'ধম্ম মৃত্যু পরবর্তী জীবন, আচার অনুষ্ঠান নিয়ে ভাবিত নয়, কিন্তু এর কেন্দ্র হল মানুষ এবং মানুষে সম্পর্ক, এই জগত দুঃখে পূর্ণ এবং ধম্মের লক্ষ্য হলো দুঃখ দূর করা'।[৬] বুদ্ধের শিক্ষা হল অতিপ্রাকৃত বা অতিমানবিক শক্তি থেকে মুক্ত। বুদ্ধদেবের মতে যে কেউ এটাকে প্রশ্ন করতে পারে, পরীক্ষা করতে পারে এবং এখানে কি সত্য আছে তা খুঁজে বার করতে পারে। আম্বেদকরের মতে মানুষের মর্যাদার প্রশ্ন কোনও ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এরকম চ্যালেঞ্জের মুখে ধর্মকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেননি।

আম্বেদকরের ভাষাই বৌদ্ধ ধম্ম: ধম্ম হল প্রজ্ঞা ও করুণা নিয়ে গঠিত। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবার জন্য প্রজ্ঞা এবং সমাজে সবাইকে সাথে নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য করুণা তথা প্রেমের প্রয়োজন। তীব্র

আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করে সৎ পথ অবলম্বনই হল ধম্ম। তিনি আরও বলেন ধম্ম হল - সবার ওপরে সামাজিকতা, অন্যান্য ধর্মের মত ব্যক্তিগত নয়। ধম্মের উদ্দেশ্যই হল - সত্যকে প্রয়োগ করা। এটিই সমাজের নৈতিক ভিত্তি। রাজনৈতিক মতবাদও ধম্মের উপরে স্থাপিত। যদি সমাজ ধম্ম ব্যতীত চলে এটা নৈরাজ্যের দিকে ধাবিত হবে। এবং ধম্ম কি নয় বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন– "In Dhamma, there into place for prayers, pilgrimages, rituals, ceremonies or sacrifices. Mortality is the essence of Dhamma without it, there is no Dhamma."[৭] বোধিলাভের সন্ধানে গৌতম বুদ্ধের কাছে নৈতিকতার প্রশ্নটি দৃঢ় ছিল বলে মনে করেন আম্বেদকর। তিনি সমস্ত নৈতিক আদর্শের পেছনে বুদ্ধ নির্দেশিত **মঝঝিম পন্থা** বা মধ্যম পন্থাকেই প্রধান চালিকা সূত্র বলেছেন। বুদ্ধের শিক্ষাই ছিল, প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্যের প্রতি আচরণে ন্যায়পরায়ণতা হতে হবে এবং তার মাধ্যমে পৃথিবীতে ন্যায়ের রাজ্য তৈরি করতে হবে। ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়, নৈতিকতা ভালোবাসার থেকে বিস্তৃত। এটা শুধু মানুষের সঙ্গে বন্ধুতা নয়, বরং সব প্রাণের সঙ্গেই প্রযোজ্য। অন্ধ ভালোবাসা, অন্ধ মৈত্রী যথেষ্ট নয়; বরং তাদের ভালো আচরণ বা **'শীলের'** মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হতে হবে। এবং শীল পরিপূর্ণ হবে করুণার মাধ্যমে - গভীর অনুভূতির মাধ্যমে।[৮]

হিন্দু ধর্মের সাথে বৌদ্ধ ধর্মের পার্থক্য: আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অন্যান্য ধর্মে নৈতিক চরিত্র গঠন বা নৈতিক জীবন যাপনের যেটুকু প্রসঙ্গ এসেছে তা কেবল বিশেষ কিছু সামাজিক প্রয়োজনের খাতিরে। অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তিই নৈতিকতা যাকে বাদ দিলে এই ধর্মের অস্তিত্বই থাকে না। তাই তার ভাষাই ব্যক্ত হয়েছে যে – "Religion must be judged by social standards based an socal ethics. No others standards would have any meaning if religion is held to be a necessary good for that well being of the people."[৯] নৈতিকতার সাথে একাত্মহীন হিন্দু ধর্মের মৌলিক নীতি হল অসাম্য, আর যার ভিত্তি চতুর্বর্ণ। অন্যদিকে বুদ্ধদেবকে আম্বেদকর মনে করেছেন সাম্যের পক্ষে দাঁড়ানো এক চিন্তক হিসেবে। শুধু তাই নয় সাম্যের আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে জন্ম নির্ধারিত গুণকর্ম বিভাজনের বিরুদ্ধে উপদেশ ও সব রকমের লড়াই জারি করেছিলেন বুদ্ধদেব। বৌদ্ধধর্মের সাথে হিন্দুধর্মের তুলনা করে আম্বেদকর দেখিয়েছিলেন কেন তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হয়েছেন। হিন্দু ধর্ম এমন একটি ধর্ম যা নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় না। নৈতিকতা একটি পৃথক শক্তি যা হিন্দু ধর্মের আদেশের দ্বারা নয় বরং সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দ্বারা টিকে থাকে। বুদ্ধের ধর্মে আছে নৈতিকতা। যা ধর্মকে স্থাপন করে। এটা সত্য যে বৌদ্ধ ধর্মে কোন ঈশ্বর জায়গায় নেই, কিন্তু নৈতিকতা জায়গা রয়েছে। ঈশ্বরের পরিবর্তে এখানে নৈতিকতাকেই বড় করে দেখানো হয়েছে। তিনি ধর্ম এবং ধম্ম এর মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। 'ধর্ম' শব্দের দ্বারা নৈতিকতাকে কখনোই বোঝানো হয়নি বৈদিক ধর্মে। ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রদত্ত ধর্মের অর্থ কিছু কর্ম বা পালনীয় আচার বিচারকে বোঝানো হয়, যেমন যাগ, যজ্ঞ এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ ছাড়া আর কিছুই না। বুদ্ধের দর্শনে ধম্ম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আচার বা পালনের সাথে যুক্ত কিছুই ছিল না। কর্মের জায়গায় বুদ্ধ নৈতিকতাকে ধম্মের মূল হিসাবে প্রতিস্থাপন করেছিলেন। হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ্যবাদের স্থান সর্বাধিক দেওয়া হলেও বৌদ্ধ ধর্ম ছিল বিশ্বজনীন, যেখানে ব্যক্তিমানুষের উপরে উঠে সমাজকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে তিনি যে জায়গাটার প্রতি জোর দিয়েছিলেন তা হল, তার সময় হিন্দুধর্মের সুসমাচার ও সমতা ছিলনা কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সুসমাচার ও সাম্যতা লক্ষ্য করা যায়। আমরা আরও দেখতে পাই যে, বুদ্ধদেব কেবলমাত্র অস্পৃশ্যদের বিষয়েই নয় তার সাথে নারীদেরকে নিয়েও ভাবনা চিন্তা করেছিলেন। অস্পৃশ্যদের সাথে নারীদের অধিকার বিষয়ে তৎপর হয়েছিলেন। তাই তিনি অস্পৃশ্যদের সাথে নারীদেরও ভিক্ষু সংঘে প্রবেশের এবং ভিক্ষুণী হবার অধিকার

প্রদান করেছিলেন। যা বিংশ শতাব্দীর মানুষকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আরও আকৃষ্ট করেছিল। বুদ্ধের মত আম্বেদকরও ছিলেন এই চতুরবর্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপক্ষ, কেবল এর বিরুদ্ধে প্রচারই করেননি, লড়াইও করেছিলেন। কেবলমাত্র মানুষের কল্যাণের দিকে চেয়েই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণে তৎপর হয়েছিলেন। কারণ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমেই লক্ষ লক্ষ পিছিয়ে থাকা অস্পৃশ্য জাতি তাদের নৈতিক এবং মানসিক স্বস্তি পাবে বলে তিনি মনে করেছিলেন।

আম্বেদকরের দৃষ্টিতে ধর্মের সারকথা ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে যুক্তি: এক কথায় তাকে অনুসরণ করে বলতে পারি, তিনি চেয়েছিলেন সত্যিকারের শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ হবে ধার্মিক সমাজ। কেবলমাত্র নৈতিকতাকে ভিত্তি করেই সামাজিক সংবদ্ধতা সম্ভব। তাই নৈতিক অর্থে ধর্ম যা সমাজকে পরিচালনা করবে, অবশ্যই সেই ধর্ম হবে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপূর্ণ। সামাজিক নৈতিকতার ধারক হিসেবে ধর্মের যে নৈতিক নিয়ম রয়েছে তাতে অবশ্যই ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এইসকল মূলনীতিগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। ধর্ম সাম্য প্রচার করে, কারণ সাম্য সর্বোৎকৃষ্টকে বাঁচাতে সাহায্য করে। তিনি অনুভব করেছিলেন অধিকার বা ন্যায় কেবল আইনি বিবেচনায় করা যায় না, নৈতিক দিক দিয়েও দেখতে হবে। তিনি সাম্যের এবং সমানাধিকারের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন ভ্রাতৃত্বের বোধকে। নৈতিকতার সাধারণ সূত্র গুলি মনুষ্যত্বের বিকাশকে সুরক্ষিত করে এবং ভ্রাতৃত্বই সমাজের শ্রেণীবৈষম্য দূর করতে পারে। তার ভাষাই – "It is not enough for religion to consists of moral code, but it's code must recognize the fundamental tenets of liberty, equality and fraternity-unless a religion recognizes these three fundamental principles of social life, religion will be doomed."[১০]

আম্বেদকরের চোখে বৌদ্ধ ধর্ম শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে। তিনি মনে করতেন বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারবে, কারণ বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি অহিংসা। এই নীতি পৃথিবীকে রক্ষা করতে সক্ষম। ধর্মের অংশ হিসেবে বুদ্ধদেব সামাজিক, বৌদ্ধিক বা চিন্তার, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, স্বাধীনতার কথা বলেন। তার ধর্মে নৈতিকতা, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, সমানাধিকারের উল্লেখ করেন। বৌদ্ধধর্ম সমস্ত রকমের অসাম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রজ্ঞা, করুণা ও মমতার বাণী প্রচার করেছিল। বৌদ্ধধর্মের মূল উদ্দেশ্যই হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সুসম্পর্ক তৈরি করে জগতকে নতুন ও সুন্দর করে গড়ে তোলা। তিনি বলেছেন বুদ্ধের মত এত আধুনিক ধর্মগুরু পৃথিবীতে আর আসেননি, যিনি মানুষকে তার পার্থিব জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়াকেই আসল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।[১১] তাই বলে আমরা এরূপ বলতে পারিনা যে, আম্বেদকর হিন্দুধর্ম বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে হিন্দু ধর্ম থেকে কুসংস্কার, ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বার্থ বাদ দিলে যা থাকে সেটাই হল বৌদ্ধ ধর্ম। আর সেই কারণেই তিনি বুদ্ধদেবের ধর্মকেই স্বীকার করেছিলেন। স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে শ্রেণি, বর্ণ ও জাতপাতাহীন সমাজের যে স্বপ্ন তিনি দেখেন সেখানে ধর্মের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ধর্মই হল সকল শক্তির উৎস। সম্পদের পাশাপাশি আর যে দুটি উপাদান কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার উৎস হিসেবে কাজ করে তার একটি হল সামাজিক মর্যাদা ও অপরটি হল ধর্ম। তার মতানুসরণ করে আমরা বলতে পারি- নিচুতলার মানুষের জন্য, অবদমিত মানুষের জন্য, পিছিয়ে থাকা মানুষের মানসিক ও নৈতিক মুক্তি যে আনতে পারে তা হল এই ধর্ম।

মন্তব্য: পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, তিনি চেয়েছিলেন নৈতিক অর্থে ধর্ম যখন সমাজকে পরিচালনা করবে তখনই যথাযথ হবে। আমরা যদি এটার যথার্থতা বিচার করি তবে দেখব নৈতিকতাহীন ধর্ম সত্যি হাস্যকর ও অবান্তর বিষয়ে পরিণত হয়। ফলে সমাজে অসৎ ও অসাধু মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ও সমাজে

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। ধর্ম যেমন সমাজকে ধারণ করে; ঠিক তেমনি বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, ধর্মই হিংসা, হানাহানি, এমনকি প্রাণহানিও আনে। তাই ধর্মকে হতে হবে অহিংসা ও করুণা যুক্ত এবং নৈতিক। এই ধর্ম আমাদের সমাজকে গড়বে এবং এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সত্যকে জানাটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়, সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করা, সৎ জ্ঞানের আলোকের দ্বারা আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা, বিচারের স্বার্থে আচারের সমন্বয় সাধন করার আমাদের লক্ষ্য। জ্ঞানের আলোয় চিত্ত থেকে হিংসা, দ্বেষ দূর করতে পারে। তাই কেবল ধর্মকে নয় নৈতিক মান সম্পন্ন ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। কারণ মানুষ ও নৈতিকতা উভয় ধর্মকেন্দ্রিক। আবার নৈতিকতায় জীবনের আদর্শ। বিশ্বের সমস্ত অশান্তির একমাত্র কারণ নিজ স্বার্থ, আর তার একমাত্র সমাধান পথ হল অষ্টাঙ্গমার্গ অনুসরণ অর্থাৎ সম্যক বা ন্যায়ের পথ। অহিংসা, করুণা ও মৈত্রী কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়, শত্রুর প্রতিও নয়। জীবন জগত সবকিছুই কার্যকারণের অধীন হলেও কোনো কিছুই সনাতন নয়, সবকিছুই পরিবর্তনশীল। আম্বেদকর সমস্ত ধর্মের সাথে বৌদ্ধধর্মকে তুলনা করেছেন এবং একে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি কোন পন্থাকেই গ্রহণ করেননি বা প্রচার করেননি। আধুনিক সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ ধর্মের এক নতুন রূপ প্রচার করেন তিনি। যা New-Buddhism বা নব-বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত। তার বিশ্বাস ছিল দলিত, অস্পৃশ্য জাতির সাথে সকল ভারতীয়রাই এই নব বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের মধ্যে দিয়েই সাম্য ও তাদের দুর্দশা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাবে।

তথ্যসূচি:

---

১. আম্বেদকরের সময় অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে মহর একটি অবর্ণ, অস্পৃশ্য, নীচু জাতি রূপে পরিচিত ছিল।

২. চারটি বর্ণ হল- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র । পরবর্তী কালে এই শূদ্ররাই অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ, নীচু জাতি বলে গণ্য হয় সমাজের কাছে।

৩. Ambedkar, B.R., Emancipation of the Untouchables, Thacker sco, Ltd., Bombay, 1972. P.-13.

৪. Ambedkar, B.R., Buddha and Future of his Religion, Writings and speeches, vol.-17, 1950. P.- 97-98.

৫. তদেব, পৃ-98.

৬. Ambedkar, B.R., The Buddha and His Dharmma, 1957. P. - 80.

৭. তদেব, পৃ- 183.

৮. তদেব, পৃ- 85.

৯. Ambedkar, B.R., Annihilation of Caste, Appendix II, Third Edition, 1944, P.-25.

১০. Ambedkar, B.R., Buddha and Future of his Religion, vol-17, 1950, P.-19.

১১. Ambedkar, B.R., The Buddha and His Dharmma, 1957. P.-105.

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. Ambedkar, B.R., Emancipation of the Untouchables, Thacker sco, Ltd., Bombay, 1972.

২. Ambedkar, B.R., 'Buddha and Future of his Religion', Writings and speeches, vol. - 17, 1950.

৩. Ambedkar, B.R., The Buddha and His Dharmma, BAIAE. Japan, Digital Publication. 1957.

৪. Ambedkar, B.R., Annihilation of Caste, Third Edition, 1944.

৫. Ambedkar, B.R., Who were the Shudras, New Delhi Samyak Prakashan, 2nd Edition, 6 Nov 2011.

৬. Weber, Edmund, Buddhist Religion and Indigenous Culture, Fifth Dr. Ambedkar memorial Annual Lecture, JNU, New Delhi- 110067, 2004.

৭. আম্বেদকর, ড. বি.আর., জাতব্যবস্থার বিলুপ্তি, অনুবাদ রণজিত কুমার সিকদাই, ডঃ. আম্বেদকর প্রকাশনী, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১লা মার্চ ২০১৭.

৮. বাবা সাহেব, ড., আম্বেদকর রচনা সম্ভার, দ্বাবিংশতি খন্ড, বাংলা সংস্করণ, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, নতুন দিল্লি , ২০০০.

৯. বাবা সাহেব, ড., আম্বেদকর রচনা সম্ভার, ৪র্থ খন্ড, বাংলা সংস্করণ, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার, নতুন দিল্লি , ১৯৯৬.

১০. চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ণ, বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় দর্শনচর্চা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জানুয়ারি ২০২০.

১১. সেন,সুকোমল, ভারতের সভ্যতা ও সমাজবিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬.

১২. চক্রবর্তী, সত্যব্রত, ভারতবর্ষ : রাষ্ট্রভাবনা, প্রকাশন একুশে, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৩.